আলমডাঙ্গায় নির্বাচনী সভায় দীলিপ কুমার আগরওয়ালা

আলমডাঙ্গা পৌর সভা নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের উপ-কমিটির শিল্প ও বানিজ্য বিষয়ক সম্পাদক শিল্পপতি দীলিপ কুমার আগরওয়ালা আলমডাঙ্গা পৌর এলাকায় নৌকার পক্ষে নির্বাচনী সভা করেন।

গতকাল বিকেল ৫ টারদিকে টকিজ সিনেমা হলের পাশে ক্যানেল পাড়ায় নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের উপ-কমিটির, শিল্প ও বানিজ্য বিষয়ক সম্পাদক শিল্পপতি দীলিপ কুমার আগরওয়ালা।

তিনি বলেন এটা ভাষা দিবসের মাস,এই মাসে বাঙলা ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল,আমি সেই সব শহীদ সহ জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।আজ বলতে দ্বিধা নেই আমি আপনাদেরই সন্তান,এখানে আমি দীর্ঘবছর টকিজ সিনেমা হল,শীলা সিনেমা হল,জনি সিনেমা হল পরিচালনা করেছি।

তখন আপনাদের সাথে আমার আত্বার সম্পর্ক ছিল,আমি আপনাদের মনের কথা আমি জানি,বর্তমান সরকার যাদের জমি নেই,ঘর নেই তাদের ঘর নির্মান করে দিচ্ছে,আপনারা যারা এই ক্যানেলে বসবাস করতেন তাদের তালিকা করে দেবেন,আমি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে কথা বলে ঘর নির্মান করে দেবার ব্যাবস্থা করব।তবে আমি আপনাদের সন্তান হিসেবে আহবান করছি আপনারা আগামি ১৪ তারিখে নৌকা প্রতিকে ভোট দিয়ে জননেন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তি শালি করবেন।

,আপনারা সকলে নৌকা প্রতিকে ভোট দেবেন,কারন,জননেন্ত্রী নিশ্চয় ভেবে চিন্তেই গনু ভাইকে মনোনয়ন দিযেছেন।তাই আমি আপনাদের কাছে আহবান জানাব উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকা প্রতিকে ভোট দিতে হবে।না হলে উন্নয়ন থেমে যাবে।

জেলা আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান এ্যাডঃ আব্দুল মালেক বলেন,আজ আমরা আপনাদের কাছে বঙ্গবন্ধু কন্যার দেওয়া নৌকা প্রতিকের পক্ষে ভোট চেতে এসেছি।আমরা বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধান মন্ত্রী তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবেন।তবে আপনাদের কাছে বলতে এসেছি আপনারা আগামী ১৪ তারিখে সকলে ঐক্য বদ্ধ ভাবে

নৌকা প্রতিকে ভোট দিয়ে গনু ভাইকে বিজয়ি করবেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য গবেষনা সম্পাদক কাউছার আহম্মদ বাবলু, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল,সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ,জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক জানিব,এ্যাডঃ শফিকুল ইসলাম ।

স্বেচ্ছা সেবক লীগের যুগ্ম আহবায়ক শরিফুল ইসলাম রিফাতের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের যুগ্ম আহবায়ক মতিয়ার রহমান মতি,চুয়াডাঙ্গা পৌর সভার ওয়ার্ড কাউন্সলর মফিজুর রহমান মফি,সদর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল রানা,আবু তাহের, সবুজ,জেলাস্বেচ্ছাসেবকলীগের সদস্য তরিকুলইসলাম টুকুল,নাজমুল,সাগর,নাইম,শুভ ইমরান,গাজী ইমদাদুুুল হক স্বজল,হিমু,আনিস,সাইফুুল,তৌফিক,আফ্রিদি,বিপ্লব,আলিফ,আসিফ,নিলয়,রাফি,জর্জ প্রমুখ।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে টিকা গ্রহণ করলেন এমপি টগর

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধের জন্য টিকা গ্রহণ করেছেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে এই টিকা গ্রহণ করেন।

পর্যায়ক্রমে টিকা গ্রহণ করেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দর্শনা কেরুজ চিনিকলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ শাহাবুদ্দিন, শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আব্দুল খালেক, ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ এনামুল করীম ইনু, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দীন মোহাম্মদ, সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি জাহিদুর রহমান মুকুলসহ অনেকে।

টিকা গ্রহণ করার পর সকলেই সুস্থ ও স্বাভাবিক আছেন। কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এখনো পর্যন্ত হয়নি এবং হবে না বলে আশাবাদী তারা। অন্যদেরও করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে টিকা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন এমপি হাজী আলী আজগার টগর।

দামুড়হুদার জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে ৭৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ৪ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

গতকাল বুধবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এমপি আলী আজগার টগর বলেন প্রধানমন্ত্রী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বিভিন্ন ভাবে উন্নয়ন মূলক কাজ করে যাচ্ছে, এ ধারাবাহিকতায় ৭৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ৪ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো।

এভাবে আমরা চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সড়কের কাজসহ অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ করেছি এবং আরো যাতে আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলায় উন্নয়ন করতে পারি সেই জন্য কাজ অব্যাহত রেখেছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু, অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি এবং হাউলী ইউনীয়নের আওয়ামী লীগ সভাপতি আলী আহম্মেদ সোনা, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আদিলুর রহমান আদিল, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহবায়ক মোঃ রায়হানুল ইসলাম রায়হান, জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ সিরাজুল হকসহ আরো অনেকে।

উক্ত জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ৪ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন ছাড়াও আরো দামুড়হুদার পিরপুরকুল্লা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কুড়ালগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চার তলা ভিত বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করলেন।

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহাম্মেদ আলীসহ কাউন্সিলরদের দায়িত্ব গ্রহণ

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের দায়িত্বভার গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকাল ৩:৩০ এ মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভার নব-নির্বাচিত মেয়রসহ কাউন্সিলরগণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

অনুষ্ঠানে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম, উপজেলা যুব লীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, মেয়র পত্নী লতিফা হেলালী, গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লালু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফারুক হাসান, কাউন্সিলরগণসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ। নবনির্বাচিত মেয়র আহাম্মদ আলী পৌরসভায় পৌঁছালে পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌরসভার সচিব পৌর প্রকৌশলী শামীম রেজা । পৌরসভার পক্ষ থেকে নুতন মেয়রকে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন প্যানেল মেয়র ও সাবেক কাউন্সিলর মলিদা খাতুন। বক্তারা পৌরসভার উন্নয়নে নুতন মেয়রের সাথে একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হাসিব ও সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক।

এর আগে গতকাল গাংনী পৌরসভার নব-নির্বাচিত পৌর পরিষদ গতকাল সকালে টুঙ্গীপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কাছে শপথ গ্রহণ করেন ।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমএ খালেক বলেন, আমরা পৌরসভার শাসক নয়, পৌরবাসীর সেবক। অনেক চ্যালেঞ্জ করে নৌকা প্রতীক প্রার্থীকে বিজয়ী করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধা পৌরবাসীকে পৌঁছে দেয়া হবে। পাঁচ বছরের ভোগান্তি থেকে রেহায় পেতে পৌরবাসী তৃতীয়বারের মত আহাম্মেদ আলীকে নির্বাচিত করেছেন। তাকে শিখানোর কিছু নেই তিনি তার কর্মদক্ষতা দিয়ে পৌরপরিষদ পরিচালনা করবেন।

দায়িত্বভার গ্রহণ অনুষ্ঠানে মেয়র আহাম্মেদ আলী বলেন, বিগত পাঁচ বছরের সকল অনিয়ম দুর্নীতি ক্ষতিয়ে দেখা হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িতরা যত শক্তিশালীই হোক না তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে । তাতে যদি পৌর কর্মকর্তা বা কর্মচারী হোক না কেনো তাকেও শাস্তি পেতে হবে। পাঁচ বছরে পৌরসভা একটি অসহায় ও একপেশি পৌরসভা হিসেবে গড়ে তুলেছিল বিদায়ী মেয়র।

তিনি আরো বলেন, এবারের নির্বাচনে অনেক বিশ্বাস ঘাতককে চিনে নিয়েছি। কারা প্রকৃত আওয়ামী লীগ তাদের মানুষ চিনতে পেরেছে, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা। বিশ্বাস ঘাতকদেরও গাংনীর আওয়ামী লীগ থেকে বিতাড়িত করা হবে। সর্বশেষে নির্যাতিত পৌর কর্মচারীদের বিষয়ে সুবিবেচনা করারও প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন নব্য যোগদানকারী মেয়র আহাম্মেদ আলী।

উল্লেখ্যঃ গত ১৬ জানুয়ারী ২০২১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় ধাপের নির্বাচনে গাংনী পৌরসভায় সাবেক মেয়র আহাম্মেদ আলী সরকার দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্ত হয়ে নৌকা প্রতীক নিয়ে ৯৪৬০ ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ¦◌ী স্বতন্ত্র প্রার্থী (জগ প্রতীক)

আশরাফুল ইসলাম পেয়েছিলেন ২৬৫১ ভোট।

ঝিনাইদহে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে কারিগরি দক্ষতা ও সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার

ঝিনাইদহে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে কারিগরি দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে সদর উপজেলা মিলনায়তনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় ১০ দিন ব্যাপী শুরু হওয়া এ সেমিনারের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এম এ আরিফ সরকার, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকুসহ অন্যান্যরা।

সেমিনারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ফরিদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আইসিটি বিভাগের ৩০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে কলাগাছের সাথে দুর্বৃত্তদের শত্রুতা

ঝিনাইদহে একের পর এক কলাগাছের সাথে শত্রুতা করে চলেছে দুবৃত্তরা। গত মঙ্গলবার মধ্যরাতে সদর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের কেচমত

গড়িয়ালা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগি কৃষক আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ইতোপূর্বে প্রতিবেশি জাফরের সাথে ছাগলে ক্ষেত খাওয়াকে কেন্দ্র করে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

এরই জের ধরে প্রতিপক্ষরা আমার প্রায় অর্ধশত কলাগাছ রাতের আঁধারে কেটে সাবাড় করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন এতে করে আমি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। আমি সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে এ ঘটনার বিচার দাবী করছি।

এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোন লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পুলিশকে টহল গাড়ি হস্তান্তর করলো ঝিনাইদহ হাটগোপালপুরের ব্যবসায়ীরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্প এলাকায় নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ টহলগাড়ি হস্তান্তর করেছে।

গত মঙ্গলবার বিকালে হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলামের কাছে গাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন ব্যবসায়ীবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার, সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পদ্মাকর ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ নিজামুল গণি লিটু, সাবেক চেয়ারম্যান বিকাশ বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সদস্য ইমাজুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আটো রাইস মিলের মালিক তপন কুন্ডু, গোপাল কুন্ডু, আজাদ আমিন, জাহাঙ্গির হোসেন, মনির মন্ডল, লাভলু মিয়া, বাজার দোকান মালিক

সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাসিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ডা. এস এ জি মিল্টন, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ও এস এ টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদসহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই জাহিদুল ইসলাম।

এ সময় প্রধান অতিথি পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে সার্বক্ষণিক টহল গাড়ি কাজ করবে।

গাংনীতে ধর্ষণের শিকার প্রতিবন্ধীর সন্তানের মিলছে না পিতৃ পরিচয়

মেহেরপুরের গাংনীতে ধর্ষণের শিকার বাকপ্রতিবন্ধী তাপসীর সন্তানের পিতার পরিচয় মিলছে না। পিতার পরিচয় সনাক্ত করতে বানারুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) পরীক্ষা করা হলেও তার সাথে মিলছে না শিশুর পিতৃ পরিচয়। এ নিয়ে বাকপ্রতিবন্ধীর পরিবার চরম বিপাকে পড়েছে।

তাপসী খাতুন কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের আনারুল ইসলামের মেয়ে ও বানারুল একই গ্রামের রাহিল উদ্দীনের ছেলে।

তাপসীর মা ফিরোজা খাতুন জানান, তার বাকপ্রতিবন্ধী মেয়ে তাপসীকে ধর্ষণের ঘটনায় প্রতিবেশী বানারুলের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ৮। তাং ০৬.০৮.২০২০ ইং। মামলায় কয়েক মাস জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছে ধর্ষক বানারুল ইসলাম।

গত ৬ নভেম্বর রাতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তাপসী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলেও বানারুলের সাথে তাপসীর কন্যার ডিএনএ টেস্ট মেলেনি বলে পুলিশ জানিয়েছে।
তবে তাপসী বাকপ্রতিবন্ধী হলেও আদালতসহ সকলকে জানিয়েছে বানারুল

তাকে ধর্ষণ করেছে। বানারুল প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে সে মামলা তুলে নেয়াসহ নানা ভাবে হুমকি দিচ্ছে।

বাকপ্রতিবন্ধী তাপসীর নানী আনোয়ারা খাতুন জানান, প্রতিবেশী রহিল উদ্দীনের ছেলে বানারুল তাপসীকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষণের কারণে গর্ভবর্তী হয়ে সন্তান প্রসব করেছে তাপসী। আমরা দরিদ্র মানুষ তিন বেলা আমাদের ভাত জোটে না। বিচার না পেলে স্ব পরিবারে মৃত্যু ছাড়া কোন পথ নেই তাদের।

তাপসীর মামাতো ভাই মকলেচুর রহমান জানান, মামলা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য বানারুল কতিপয় সমাজ পতিদের নিয়ে নানা অপপ্রচার করছে। এদিকে ধর্ষণ মামলার আসামি বানারুল ইসলাম দাবী করেছেন তিনি এ ঘটনার সাথে জড়িত নয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই সুমন জানান, মামলার আসামি বানারুলের সাথে শিশুর ডিএনও টেস্টে মিল নেই। এ কারণে তাপসীর সাবেক স্বামীর ডিএনও টেস্ট করা হবে।

এছাড়া তাপসী আদালতকে জানিয়েছে, বানারুল তাকে ধর্ষণ করেছে। তাপসীর সন্তানের সাথে বানারুলের ডিএনও টেস্টে মিল না হলেও ধর্ষণের সাথে বানারুল জড়িত বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে। মামলার তদন্ত শেষ করতে আরো কিছু সময় লাগবে।

শহীদ রেজাউল হকের পরিবার দেখা করতে চান প্রধানমন্ত্রীর সাথে

তখন ক্ষমতায় বিএনপি। চারদিকে বিএনপি আর জামায়াত শিবিরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীদের নিধন চিত্র নিত্য নৈমিত্তিক। এ সময় মেহেরপুর জেলাব্যাপী ছাত্রলীগ, বিএনপি ও জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ। এতে শিবির আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

শিবিরের সেই তান্ডবে প্রাণ হারান তৎকালীন মেহেরপুর সরকারী কলেজ

শাখা ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক রেজাউল হক। সেদিনও ছিল শোকার্ত আগস্ট মাস।

১৯৯২ সালের ১৯ আগস্ট। মেহেরপুর শহরের সরকারী কলেজ মোড় এলাকায় ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ। সংঘর্ষে উভয় পক্ষই অনেকে আহত হয়। ছাত্রলীগ নেতা রেজাউল হকও মারাত্মক আহত হন। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করে চিকিৎসক। পরে তার অবস্থা আরো অবনতি হওয়ায় ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ (তৎকালীন পিজি) হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সেই সময়ের বিরোধী দলীয় নেতা বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা রেজাউল হকের সাথে দেখা করেন এবং তার চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পর ১৯৯৩ সালের ৭ নভেম্বর মারা যান তিনি।

এঘটনায় রেজাউল হকের পিতা আতর আলি বাদী হয়ে ৩৬ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় প্রধান আসামি ছিলেন জেলা জামায়াতের আমীর হাজি ছমির উদ্দিন।

উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন শিবিরের মেহেরপুর জেলার সভাপতি চাপাইনবাবগঞ্জের হাসানুজ্জামান, গাংনীর চৌগাছা গ্রামের আব্দুল ওহাব, বেসরকারি কলেজের মুকুল হোসেন, গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের রেজাউন হোসেন।

মামলার বাদী রেজাউল হকের পিতা আতর আলী ২০০৭ সালে মারা যান। মারা যাওয়ার পর মামলাটি দেখা শোনা করেন তার বোন রিজিয়া খাতুন।

রেজাউল হকের বোন রিজিয়া খাতুন বলেন, আমার ভাই দলের জন্য রক্ত দিয়েছে। অথচ কয়েকজন স্থানীয় নেতা সেই রক্তের সাথে বেঈমানী করেছেন। ৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন। সেটাও তৎকালীন একজন জনপ্রতিনিধি ও একজন ছাত্রনেতা আত্মসাৎ করেছিল। আমার বাবার বুকে অস্ত্র ধরে সেই চেকে সই করে নিয়েছিল তারা। বাবাকে মাত্র কুড়ি হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে ঢাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবারো অভিযোগ দেওয়ার পর ঢাকায় ওই দুই নেতাকে ডাকেন। তারা ওই সময় শেখ হাসিনার কাছে মাফ চান। মাত্র ৭০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

তৎকালীন সময় জনৈক নেতা ১০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও

সে টাকা আজো আমাদের পরিবারকে দেননি। এখন মামলার কার্যক্রমও আমরা জানিনা। মামলার আসামিরা এখনও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তিনি বলেন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আমরা দেখা করতে চাই। আমাদের অসহায় পরিবারের সকল সদস্যই এখন প্রতিবন্ধী। এখন পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারি কোনো সাহায্য সহযোগিতা আমাদের জন্য আসেনি। গাংনীর সাবেক পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম প্রতিবন্ধী ভাই আনসার আলীকে একটি প্রতিবন্ধী কার্ড করে দিয়েছেন। এছাড়া মাঝে মাঝে পৌরসভা থেকে চাল প্রদান করেন।

রেজাউল হকের ভাগ্নে রোকনুজ্জামান জানান, আমাদের পরিবারের কোনো খোঁজ খবর রাখেনা কেউ। রেজাউল হকের বড় ভাই আজিজুল হক পাঁচ বছর পূর্বে স্ট্রোক করে এখন মানসিক প্রতিবন্ধী। তার স্ত্রী রাশেদা খাতুনও প্রতিবন্ধী।

অন্য ভাই আনসার আলী ও তার স্ত্রী সুবারন নেছাও দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ। টাকার অভাবে চিকিৎসা নিতে পারছেন না। কোনো রকম অন্যের বাড়িতে কাজ করে এবং অন্যের দয়ায় কোনো রকম বেঁচে আছে।

স্বরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে গাংনী উপজেলা শহরের বিশ্বাস পাড়া এলকায় রেজাউল হকের বাড়ির সামনে একটি সাইনবোর্ড দেয়া আছে। সেটিও অযত্ন আর অবহেলায় ভেঙ্গে গেছে। ইট আর টিনের ছাউনি দিয়ে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে সেখানই বসবাস করছেন শহীদ রেজাউল হকের দুই ভাইয়ের পরিবারের অসহায় প্রতিবন্ধী ভাই ও ভাবি।

রেজাউল হকের ভাবি রাশেদা খাতুন জানান, আমার স্বামী ও আমি দুজনেই এখন প্রতিবন্ধী হয়ে গেছি। আমাদের পরিবারের কোনো আয় নেই। আমার ননদের ছেলে রোকনুজ্জামান কিছু দেই, আর আমি কষ্ট করে অন্যের বাড়িতে কাজ করেই জীবন ধারন করি।

বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি সাম্প্রতিক সময়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চত্বরকে শহীদ রেজাউল চত্বর হিসবে ঘোষণা দেন এবং সেখানে একটি সাইনবোর্ড টানিয়ে দেন।

শহীদ রেজাউল হকের পরিবারের অসহায় সদস্যদের আকুল আবেদন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের গণভবনে ডাকবেন। শুনবেন দলের জন্য জীবন দেয়া একটি পরিবারের কথা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছে “স্বাধীনতা সড়ক”

এম এফ রুপক
স্বাধীনতার সূতিকাগার মেহেরপুরের মুজিবনগর (তৎকালীন বৈদ্যনাথতলা) থেকে ভারতের নদীয়া পর্যন্ত ঐতিহাসিক সেই সড়ক। যে সড়ক ধরে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল জাতীয় চার নেতা মুজিবনগরের আম্রকাননে এসে শপথ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম সরকারের। জাতীয় চার নেতার সাথে এই সড়ক ধরে এসেছিলেন অসংখ্যা বিদেশি সংবাদকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা।

স্বাধীনতার দির্ঘ সময় পরে হলেও মুজিবনগর-কলকাতা “স্বাধীনতা সড়ক” নির্মাণ করছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। এক কোটি চার লাখ টাকা ব্যয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে নির্মাণ কাজ। ২৬ মার্চ উদ্বোধনের লক্ষ্যে বেশ দ্রুত গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে সড়ক নির্মাণ কাজ। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করার কথা রয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর।

চলতি মাসের শেষের দিকে অথবা মার্চের প্রথম দিকে রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করছেন ঠিকাদার শাহাবাজ উদ্দিন। ২৬ মার্চ উদ্বোধনের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের অংশে খুব দ্রুত গতিতেই কাজ চলছে।

মুজিবনগর থেকে ভারতের নদীয়ার কৃষ্ণনগর সড়কের প্রায় ৫শ মিটার ইটের হিয়ারিং বণ্ড রয়েছে বাংলাদেশ অংশে। এই ৫শ মিটার সড়ক পাকাকরণের কাজ করা হচ্ছে। এছাড়াও মুজিবনগর ইমিগ্রেশন ও কাস্টম চেকপোষ্ট স্থাপনের কাজও চলমান। এই সড়ক বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন দু- দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে তেমনি মেহেরপুরবাসীর জন্য উন্মেচিত হবে অর্থনীতির নতুন দিগন্ত। বিশেষ করে মুজিবনগর সীমান্ত এলাকার মানুষের জন্য খুলবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দুয়ার।

সীমান্ত এলাকা হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে এই এলাকার মানুষ। কৃষিনির্ভর এই এলাকার অর্থনীতির মুল উৎস হলো কৃষি। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও কম না। তাই স্বাধীনতা সড়ক কে ঘিরে একগুচ্ছ

কর্মসংস্থানের সপ্ন দেখছেন এই এলাকার বেকাররা। এটিকে ঘিরেই নতুন দিনের সম্ভাবনা দেখছেন মেহেরপুরের মানুষরা।

স্বাধীনতা সড়কের পাশেই বাড়ি ৬৫ বছরের বৃদ্ধ ছাবদার আলীর। জাতীয় চার নেতার আগমনের সাক্ষী তিনি। ছাবদার বলেন, আমরা কখনো ভাবিনি এখান দিয়ে সড়ক হবে। এখন সেটি হচ্ছে দেখে খুবই ভাল লাগছে। নতুন ইতিহাস হচ্ছি।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, স্থানীয় সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সাইদুর রহমান, রিপন আলীসহ বেশ কয়েকজন বলেন, এই স্বাধীনতা সড়ক বাস্তবায়িত হলে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে। স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরে হলেও উন্নয়নের আলো জ¦লতে যাচ্ছে আমাদের এলাকায়। এই সড়ক কে ঘিরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করছেন তারা।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, সড়ক টি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতের উন্নতি ঘটবে। নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। শুধু মাত্র এলাকার মানুষের কৃষি খাতের উপর যে নির্ভরতা সেটাতো কমবেই সেই সাথে বহুমুখি অর্থনীতির রুপান্তর ঘটবে।

(প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহযোগীতা করেছেন নিজস্ব প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ ও মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা)।